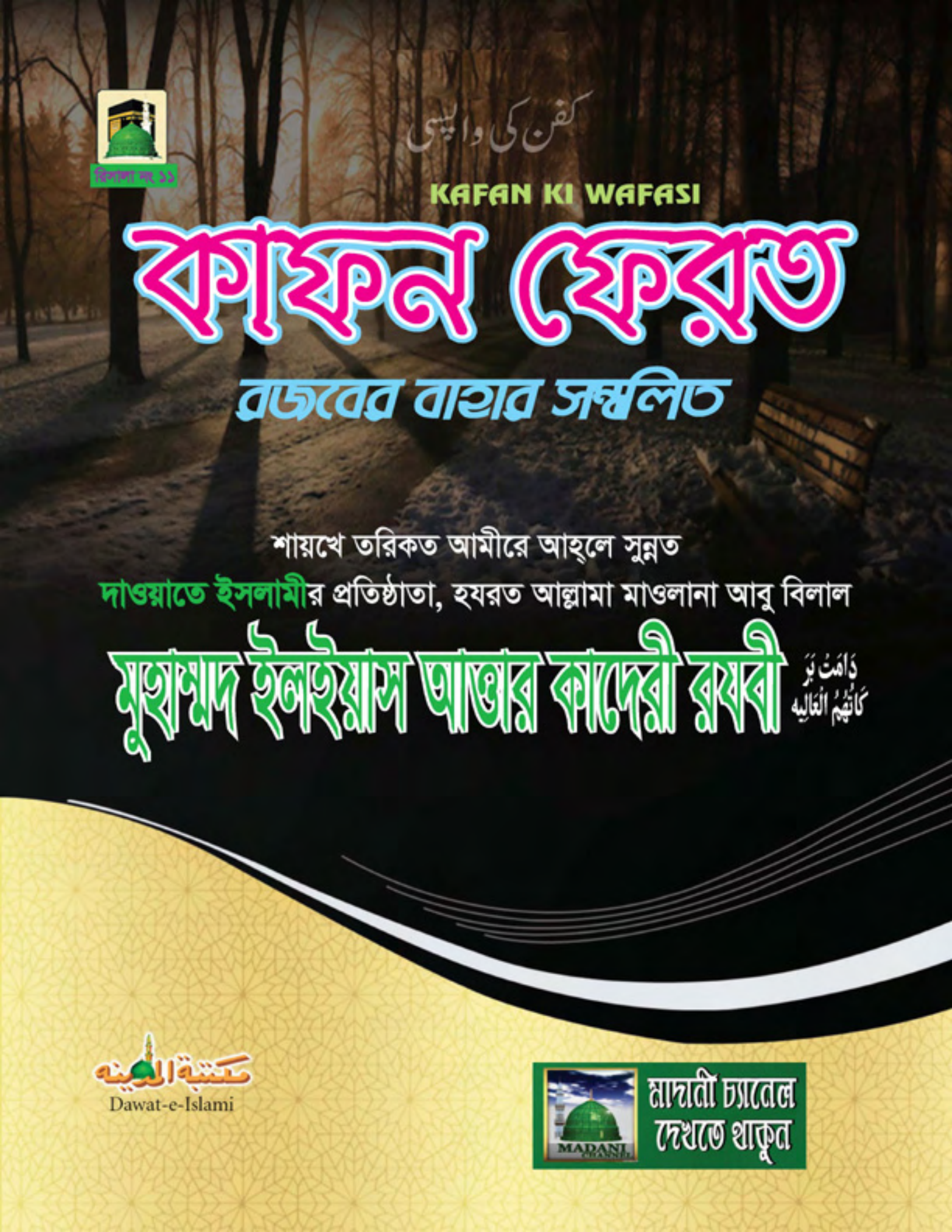

রিসালা নং ১১

کفن کی واپسی

KAFAN KI WAFASI

কাফন ফেরত

রজবের বাহার সম্বলিত

শায়খে তরিকত আমীরে আহ্‌লে সুন্নত
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

مکتبۃ المدینہ
Dawat-e-Islami

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন
MADANI CHANNEL

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবেন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কাফন ফেরত

শয়তান লাখো অলসতা প্রদর্শন করুক আপনি ঐই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, এটার উপকারিতা নিজেই দেখতে পাবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুর পুর নূর, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।" (আল মুজামুল আওসাত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯৭, হাদিস নং-১৮৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বসরা শহরে এক নেককার মহিলা বাস করতেন। যখন তাঁর মৃত্যু সময় ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি সন্তানকে অছিয়ত করলেন, আমাকে ঐ কাপড় পরিয়ে দাফন করবে, যা পরে আমি রজব মাসে ইবাদত করতাম। অতঃপর একদিন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেল। তাঁর ছেলে তাঁকে অন্য কাপড়ের কাফন পরিয়ে দাফন করে দিল। কবরস্থান থেকে সে যখন ঘরে ফিরে আসল তখন এই অলৌকিক ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গেল যে, সে যে কাফনের কাপড় দিয়ে তার মাকে দাফন করেছিল ঐ কাফনের কাপড় তার ঘরে পড়ে আছে, আর অছিয়তকৃত কাপড়টি আপন জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমনসময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

"তোমার কাফন ফেরত নাও! আমি তাঁর জন্য ঐ কাফনের ব্যবস্থা করেছি, (যার জন্য সে অছিয়ত করেছিল) যে ব্যক্তি রজবের রোযা রাখে, আমি তাকে তার কবরে কষ্টে রাখিনা।" (নুযহাতুল মাযালিছ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৮)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রজবের বিভিন্ন নাম ও মর্মার্থ

"মুকাশাফাতুল কুলুব" এ বর্ণিত আছে: رجب (রজব) শব্দটি মূলত ترجيب (তারজীব) থেকে গৃহীত। এর অর্থ সম্মান করা। এটাকে اَلْاَصَبُّ (আল আছাব) অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বেশী দ্রুত প্রবাহমান এবং উচ্ছ্বাসিতও বলা হয়, কারণ এ বরকতময় মাসে তাওবাকারীদের উপর রহমতের উচ্ছ্বাস অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, আর ইবাদতকারীদের উপর ইবাদত কবুলের জ্যোতিরশ্মির স্রোত উপছে পড়ে। এই মাসকে اَلْاَصَمُّ (আল আছাম্মু) অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বধিরও বলা হয়। কারণ এ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহের কোন শব্দ শুনা যায় না। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা- ৩০১) **"গুনইয়াতুত তালিবীন"** এ রয়েছে: এ মাসকে شهررجم (শাহরে রজম)ও বলা হয়। কারণ এ মাসে শয়তানদেরকে রজম অর্থাৎ পাথর বর্ষণ করা হয়। এ মাসকে الاصم (আসাম্মু) অর্থাৎ অধিক বধিরও বলা হয়। কারণ এ মাসে কোন জাতির উপর **আল্লাহ তাআলা**র আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে শুনা যায় নি। **আল্লাহ তাআলা** পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে প্রতিটি মাসে আযাব দিয়েছেন কিন্তু এ মাসে কোন জাতিকে আযাব দেননি। (গুনইয়াতুত তালিবীন, পৃষ্ঠা- ২২৯)

রজবের তিনটি অক্ষরের কি অপুর্ব মর্যাদা

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সম্মানিত রজব মাসের ফযীলত সম্পর্কে কি বলব, **'মুকাশাফাতুল কুলুব'** এ রয়েছে; বুজুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ السَّلَام বলেছেন: رجب (রজব) শব্দে তিনটি অক্ষর ر ج ب আছে। ر দ্বারা رحمت (**আল্লাহ**র রহমত), ج দ্বারা جرم (বান্দার অপরাধ) এবং ب দ্বারা

بر (আল্লাহর দয়া)। যেন **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করছেন: "আমার বান্দার অপরাধকে আমার রহমত ও দয়ার মাঝখানে রাখো।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা-৩০১)

ইছইয়াছে কভি হাম নে কানারা না কিয়া,
পির ভুনে দিল আ'যুরদাহ্ হামারা না কিয়া।
হামনে তো জাহান্নাম কি বাস্থত কি ভাজওয়িয,
লেকিন তেরি রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বীজ বপনের মাস

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা সাফ্ফুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: '**রজবুল মুরাজ্জাব** হচ্ছে বীজ বপনের মাস, **শাবানুল মুআ'যযম** হচ্ছে তাতে পানি দেয়ার মাস, আর **রমযানুল মোবারক** হচ্ছে ফসল কাটার মাস। কাজেই যে **পবিত্র রজব** মাসে ইবাদতের বীজ বপন করে না, আর **সম্মানিত শাবান** মাসে চোখের পানি দিয়ে সেচ দেয় না, সে **রমযানুল মোবারক** মাসের রহমতরূপী ফসল কিভাবে কাটবে?' তিনি আরো বলেন: '**পবিত্র রজব** মাস শরীরকে, **সম্মানিত শাবান** মাস হৃদয়কে, আর **রমযানুল মোবারক** রূহকে পবিত্র করে।' (নুযহাতুল মাযালিশ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজব মাসে ইবাদত এবং রোযার মনমানসিকতা সৃষ্টির জন্য **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাসমূহে সফর করুন এবং **দাওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে আয়োজিত রমজানুল মোবারকে **"ইজতিমায়ি ইতিকাফে"** অংশগ্রহণ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার জীবনে মাদানী পরিবর্তন চলে আসবে। আপনাদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি মাদানী বাহার পেশ করছি; যেমন- ফতেহ্পুর কামাল (জেলা- রহীমইয়ার খান, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হল যে,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মাদানী পরিবেশে আসার আগে আমি পাচঁ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে আদায় করতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রকমের গুনাহে অভ্যস্থ ছিলাম। যেমন- গান বাজনা শুনা, সিনেমা-নাটক দেখা, জুয়া খেলা ইত্যাদি। আমি সর্বদা কলেজে যাওয়ার সময় আমার সাইকেল এক ইসলামী ভাইয়ের দোকানে রাখতাম। একদিন যখন সাইকেল দোকানে রাখতে গেলাম, তখন ঐ ইসলামী ভাই আমাকে শবে মিরাজ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ইজতিমায়ে যিকর ও নাত মাহফিলে দাওয়াত দিলেন, আর আমি ঐ রাত বস্তি থেকে সামান্য দূরে আয়োজিত ইজমিয়ী যিকর ও নাতে অতিবাহিত করি। ঐ পবিত্র ইজতিমাতে আমি অনেক প্রশান্তি অনুভব করি। যার কারণে আমি নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করা শুরু করলাম। ইতিমধ্যে রমজানুল মোবারকের বরকতময় মাস আগমণ করল। ইসলামী ভাইয়েরা ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে ইতিকাফের জন্য প্রস্তুত করলেন। আমি তো আগে থেকেই প্রভাবিত ছিলাম তাই ইতিকাফের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। দশ দিনের ইতিকাফে অনেক কিছু শিখলাম এবং ইতিমধ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাথায় ইমামা শরীফের তাজ সাজিয়ে নিলাম এবং গুনাহে ভরা জীবনের উপর ঘৃণার সৃষ্টি হল। এটা লিখা পর্যন্ত ডিভিশনে মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজে রত আছি। **আল্লাহ তাআলা** এই মাদানী পরিবেশে আমাকে স্থায়ীত্ব দান করুন।

একটি জান্নাতী নহরের নাম রজব

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ তাআলার রাসুল, রাসুলে মকবুল, নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাতে একটি নহর আছে যেটাকে রজব বলা হয়, সেটার পানি দুধের চেয়ে অধিক সাদা, আর মধুর চেয়েও বেশী মিষ্টি। যে কেউ রজব মাসে একটি রোযা রাখবে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে এ নহর থেকে পানি পান করাবেন।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৮, হাদিস নং-৩৮০০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

জান্নাতী মহল

তাবেঈ বুযুর্গ সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'রজব মাসের রোযাদারদের জন্য জান্নাতে একটি মহল রয়েছে।'

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৮, হাদিস নং-৩৮০২)

পাচঁটি বরকতময় রাত

হযরত সায়্যিদুন আবু উমামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পাচঁটি রাত এমন রয়েছে যাতে দোআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (১) রজবের প্রথম রাত, (২) শাবানের ১৪তারিখ দিবাগত রাত (শবে বরাত), (৩) বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত), (৪) ঈদুল ফিতরের রাত, (৫) ঈদুল আযহার রাত। (তারিখে দামেশ্ক লি ইবনে আসাকির, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪০৮)

হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন মীদান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বছরের মধ্যে পাচঁটি রাত এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি এগুলোর উপর একান্ত বিশ্বাস রেখে সাওয়াবের নিয়্যতে ইবাদতের মাধ্যমে (এসব রাত) অতিবাহিত করে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (১) রজবের প্রথম রাত। এ রাতে ইবাদত করুন এবং দিনে রোযা রাখুন। (২) শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত। এ রাতে ইবাদত করুন আর দিনে রোযা রাখুন। (৩, ৪) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত। এ রাত গুলোতে ইবাদত করুন, আর দিনে রোযা রাখবেন না। (দুই ঈদের দিন রোযা রাখা না-জায়িয) (৫) আশুরার রাত (মুহার্‌রামুল হারামের ১০তারিখ)। এ রাতে ইবাদত করুন এবং দিনে রোযা রাখুন।

(ফাযায়েলে শাহরে রজব লিল হাল্লাল,পৃষ্ঠা-১০। গুনইয়াতুত তালিবীন, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩২৭)

প্রথম রোযা তিন বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবীদের ছরদার, রহমতের ভান্ডার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইরশাদ করেন: "রজবের প্রথম দিনের রোযা তিন বছরের (গুনাহের) কাফ্ফারা, আর দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের এবং তৃতীয় দিনের রোযা এক বছরের (গুনাহের) কাফ্ফারা স্বরূপ। অতঃপর প্রত্যেক দিনের রোযা এক মাসের (গুনাহের) কাফ্ফারা।"

(আল জামিউস সগীর, পৃষ্ঠা-৩১১, হাদিস নং-৫০৫১। ফাযায়েলে শাহরে রজব লিল হাল্লাল,পৃষ্ঠা-৭)

হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নৌকাতে রজবের রোযার বাহার

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **হুযুর পুর নূর, রাসুলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে রজবের ১টি রোযা রাখল, মূলত সে যেন ১বছরের রোযা রাখল। আর যে ৭টি রোযা রাখে, তবে তার জন্য জাহান্নামের ৭টি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং যে ৮টি রোযা রাখে, তবে তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হবে, যে ১০টি রোযা রাখে সে **আল্লাহ তাআলার** নিকট যা চাইবে **আল্লাহ তাআলা** তাকে তা দান করবেন, আর যে ১৫টি রোযা রাখবে, তবে আসমান থেকে একজন আহবানকারী আহবান করে বলবে: তোমার পূর্ববর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এখন নিজের আমল পুনরায় শুরু কর তোমার গুনাহ্সমূহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।" আর যে এর চেয়ে অধিক রোযা রাখবে, তবে **আল্লাহ তাআলা** তার উপর আরো বেশী দয়া প্রদর্শন করবেন, আর রজব মাসেই হযরত নুহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নৌকাতে আরোহন করেন। তখন হযরত নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নিজে রোযা রেখেছেন এবং নিজের সঙ্গীদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নৌকা ১০ই মুহর্রম পর্যন্ত ছয়মাস পানির উপর সফর রত ছিল।"

(শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৮, হাদিস নং-৩৮০১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

একটি রোযার ফযীলত

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নকল করেন, **হুযুর পুর নূর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রজব মাস হচ্ছে সম্মানিত মাসগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ মাসের দিনগুলো ষষ্ঠ আসমানের দরজার উপর লিপিবদ্ধ রয়েছে। যদি কেউ রজব মাসে শুধু একটি রোযা রাখে, আর সেটাকে (সমস্ত গুনাহ্ থেকে বেঁচে) পরহেযগারী সহকারে পূর্ণ করে, তবে ঐ রোযা এবং ঐ দিন ঐ রোযাদারের জন্য **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আরয করবে: **'হে আল্লাহ!** এ বান্দাকে ক্ষমা করে দাও।' আর যদি ঐ লোকটি পরহেযগারী অবলম্বন না করে রোযা পালন করে, তবে ঐদিন ও রোযা তার জন্য কোন প্রার্থনা করবেনা। আর ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলবে: ওহে বান্দা! তোমার নফস (কু-প্রবৃত্তি) তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে।"

(মা-সাবাতা বিস্সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা-২৩৪)

প্রিয় ইসলমী ভাইয়েরা! জানা গেল রোযা থাকার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা নয় বরং রোযা থাকা অবস্থায় শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহ্ থেকে রক্ষা করাও জরুরী। যদি রোযা থাকা সত্বেও গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা না যায়, তবে তা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

৬০ মাসের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: যে রজবের ২৭ তারিখের রোযা রাখবে, **আল্লাহ তাআলা** তার জন্য ৬০মাস রোযার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। (ফযায়িলে শাহরে রজব, লিল খাল্লাল, পৃষ্ঠা-১০)

১০০ বছরের রোযার সাওয়াব

২৭শে রজবের কি অপূর্ব মর্যাদা! এই তারিখে **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পবিত্র মিরাজের মহান মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। (শারহুয্ যুরকানি আলাল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৮)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

২৭শে রজবের রোযার অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রজবে একটি দিন ও একটি রাত রয়েছে। যে এ দিন রোযা রাখবে, আর রাত জেগে ইবাদত করবে, তবে সে যেন ১০০ বছরের রোযা রাখল এবং ১০০ বছরের রাত জেগে ইবাদত করল, আর তা হচ্ছে রজবের ২৭তারিখ।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৪, হাদিস নং-৩৮১১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রজব মাসে সমস্যা দুর করার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: 'যে রজব মাসে কোন মুসলমানের সমস্যা দূর করবে, তবে **আল্লাহ তাআলা** তাকে জান্নাতে এমন একটি মহল দান করবেন, যা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হবে। তোমরা রজবকে সম্মান করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদেরকে এক হাজার কারামাত (অদৃশ্য ক্ষমতা) সহকারে সম্মান করবেন।

(গুনইয়াতুত তালিবীন, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৪, মু'জামুস সফরি লিস্সালাফি, পৃষ্ঠা-৪১৯, নং-১৪২১)

একটি নেকী ১০০ বছরের নেকীর সমান

রজব মাসে একটি রাত রয়েছে, তাতে নেক আমলকারীদের জন্য ১০০ বছরের নেকীর সাওয়াব রয়েছে, আর তা হচ্ছে রজবের ২৭তম রাত। যে এ রাতে ১২রাকাত (নামায) এভাবে আদায় করবে যে, প্রতি রাকাআতে সুরা ফাতিহা ও যে কোন একটি সুরা ও প্রতি দুই রাকাআত পর আত্তাহিয়্যাত পড়বে এবং ১২ রাকাআত পূর্ণ হতে শেষ সালাম ফেরানোর পর سُبْحٰنَ اللّٰہِ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَللّٰہُ اَکْبَرُ ১০০ বার, ইসতিগফার ১০০ বার ও দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করবে এবং নিজের ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে যা প্রয়োজন তার জন্য দোআ করবে, আর দিনে রোযা রাখবে, তবে **আল্লাহ তাআলা** তার সকল দোআ কবুল করবেন, শুধুমাত্র ঐ দোআ ছাড়া যা গুনাহের জন্য করা হয়। (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৪, হাদিস নং-৩৮১২)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

রজব মাসের রোযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার নিকট বিশেষভাবে ৪টি মাস সম্মানিত মাস হিসেবে গণ্য। যেমন- পারা ১০ সুরা তাওবার আয়াত ৩৬ এর মধ্যে **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ ۙ۬ فَلَا تَظْلِمُوْا فِیْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِیْنَ كَآفَّةً كَمَا یُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ ﴿۳۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় মাসগুলোর সংখ্যা **আল্লাহ**র নিকট বার মাস, **আল্লাহ**র কিতাবের মধ্যে, যখন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে ৪টি সম্মানিত। এটা সোজা দ্বীন (ধর্ম)। সুতরাং এ মাসগুলোর মধ্যে নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করো না এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করো যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করে আর জেনে রেখো, **আল্লাহ** খোদাভীরুদের সাথে আছেন। (সুরা তাওবা, পারা-১০, আয়াত নং-৩৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত আয়াতে চন্দ্র মাসের আলোচনা রয়েছে, যেগুলোর হিসাব চাঁদের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। শরীয়তের অনেক বিধানও চন্দ্র মাসের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়। যেমন- রমযানুল মোবারকের রোযা, যাকাত, পবিত্র হজ্জের বিধানাবলী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ইসলামী অনুষ্ঠানমালা; যেমন- **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, শবে মিরাজ, শবে বরাত, গিয়ারভী শরীফ, বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ السَّلَام এর ওরশ ইত্যাদি চন্দ্র মাসের হিসেবে উদযাপন করা হয়। আফসোস! আজকাল যেভাবে মুসলমানগণ অসংখ্য সুন্নত হতে দূরে সরে পড়েছে অনুরূপভাবে ইসলামী সন, তারিখ সম্পর্কেও একেবারে অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সম্ভবত এক লক্ষ মুসলমানের সমাবেশে যদি এ প্রশ্ন করা হয় যে, "বলুন দেখি আজকে কোন হিজরী সনের কোন মাসের কত তারিখ?" তবে সম্ভবত ১০০ জন মুসলমান এমন হবেন, যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। মনে রাখবেন! অনেক কার্যাবলী যেমন যাকাত ফরয হওয়া ইত্যাদির মধ্যে চন্দ্র মাস সমূহের প্রতি লক্ষ্য করা ফরয। পূর্বোল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে হযরত সায়্যিদুনা সদরুল আফাযিল নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"খাযাইনুল ইরফান"**-এ বলেন: (৪টি সম্মানিত মাস হতে উদ্দেশ্য) ৩টি পরস্পর মিলিত (অর্থাৎ- একটির পর একটি) **যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহর্‌রম** আর একটি আলাদা অর্থাৎ **রজব**। আরবের অধিবাসীরা অন্ধকার যুগেও এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম মনে করতেন। ইসলামে এ সব মাসের আরো অধিক হারে সম্মান করা হয়েছে। (খাযায়েনুল ইরফান, পৃষ্ঠা-৩০৯)

রজবকে সম্মান করার বরকতময় ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর যুগের ঘটনা। এক ব্যক্তি অনেকদিন ধরে এক নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত ছিল। একবার সে তার প্রেমিকাকে নাগালে পেয়ে গেল। লোকজনের অবস্থা দেখে সে অনুমান করল যে, তারা চাঁদ দেখছে। সে ঐ নারীকে জিজ্ঞাসা করল: লোকেরা কোন মাসের চাঁদ দেখছে? সে বললো: **"রজবের"**। লোকটি অথচ কাফির ছিল, কিন্তু **রজব** শরীফের নাম শুনে সেটার সম্মানার্থে তৎক্ষণাৎ আলাদা হয়ে গেল এবং ব্যভিচার থেকে বিরত রইল। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি নির্দেশ হল; আমার অমুক বন্দার সাক্ষাতে যাও! তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাই করলেন। তিনি **আল্লাহ তাআলার** নির্দেশ ও তার কাছে নিজের আগমনের কারণ বললেন। এটা শুনতেই তার হৃদয় ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল। সে সাথে সাথে ঈমান আনল। (আনিসুল ওয়ায়িযীন, পৃষ্ঠা-১৭৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা রজবের বাহার দেখলেন! রজবের মহত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে একজন কাফির ঈমানের মহা মূল্যবান সম্পদ অর্জন করল। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে পবিত্র রজবের সম্মান দেখাবে জানিনা সে কি ধরনের পুরস্কারে পুরস্কিত হবে। তাই মুসলমানদের উচিত পবিত্র রজবের প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করা। কুরআন শরীফে সম্মানিত মাসগুলোতে নিজেদের প্রাণের উপর জুলুম করতে নিষেধ করা হয়েছে। **"নুরুল ইরফানের"** মধ্যে:

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং এ মাসগুলোর মধ্যে নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করো না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে- অর্থাৎ বিশেষ করে এ চার মাসে গুনাহ্ করোনা। (নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা-৩০৬)

দু'বছরের ইবাদতের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **রাসুলদের ছরদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে হারাম মাসে ৩ দিন বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার রোযা রাখল, তার জন্য দুই বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখা হবে।"

(মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৩৮, হাদিস নং-৫১৫১)
(আল মুজামুল আওসাত লিত্ তাবরানী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮৫, হাদিস নং-১৭৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে হারাম মাস হিসেবে উদ্দেশ্য এ চারটি মাস- **যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহার্‌রামুল হারাম ও রজবুল মুরাজ্জব**। যে এ চারটি মাস থেকে যে কোন মাসেই এ তিন দিনের রোযা পালন করবে, তবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ দুই বছরের ইবাদতের সাওয়াব অর্জন করবে।

তেরে কারাম ছে আয় করীম,
মুঝে কৌন ছি শায় মিলি নেহি।
ঝুলি হি মেরি তঙ্গ হে,
তেরে ইয়াহা কমি নেহি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নূরানী পাহাড়

একদা হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একটি নূরানী পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তাআলা**র কাছে আরয করলেন: **হে আল্লাহ!** এ পাহাড়কে বাকশক্তি দান করুন। আর ঐ পাহাড় কথা বলতে আরম্ভ করল, আর বলল: হে রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আপনি কি চান? তিনি বললেন: তোমার অবস্থা বর্ণনা কর। পাহাড়টি বলল: আমার ভিতর একজন লোক বাস করে। সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ!** তাকে আমার সামনে প্রকাশ করে দিন। হঠাৎ পাহাড় দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল এবং তা থেকে চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারাধারী একজন বুযুর্গ বের হয়ে আসলেন। তিনি আরয করলেন: আমি মুসা কলীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উম্মত। আমি **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে এ প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাকে তাঁর **প্রিয় মাহবুব, আখেরী নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমণের বরকতময় যুগ পর্যন্ত জীবিত রাখেন, যাতে আমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করতে পারি এবং তাঁর উম্মত হবার সৌভাগ্যও অর্জন করতে পারি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি ছয়শত বছর যাবৎ এ পাহাড়ে **আল্লাহ তাআলা**র ইবাদতে রত আছি।

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ!** পৃথিবীর বুকে কি তোমার নিকট এ লোকটার চেয়ে বেশী সম্মানিত কোন মানুষ আছে? ইরশাদ হলো: হে ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام! **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি রজব মাসের একটা মাত্র রোযা পালন করবে, সে আমার নিকট এ ব্যক্তি থেকেও বেশী সম্মানের অধিকারী।

(নুযহাতুল মাযালিশ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৮)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রজবের কুন্ডা (শিরনীর মাটির ছোট পাত্র)

মুসলমানগণ রজব মাসের ২২ তারিখ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ফিরনী, পুরি রান্না করে থাকে, যাকে **"কুন্ডা শরীফ"** বলা হয়। এটা না জায়িয হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে কিছু মহিলা কুন্ডা বিতরণের অনুষ্ঠানে "দশ বিবির কাহিনী" "লকড়হারীর কাহিনী" ইত্যাদি পড়ে থাকে এসব না জায়িয। কেননা এ দুটি কাহিনী এবং "জনাবা সায়্যিদার কাহিনী" এসব মনগড়া কাহিনী। এগুলো পড়বেন না। এগুলোর পরিবর্তে সুরা ইয়াছিন শরীফ পড়ুন। এতে দশটি কুরআন খতম করার সাওয়াব অর্জিত হবে। এটা মনে রাখবেন যে, কুন্ডাতে (তথা মাটির ছোট পাত্রে) ফিরনী খাওয়া বা খাওয়ানো আবশ্যক নয়। অন্যান্য পাত্রেও খাওয়া বা খাওয়ানো যাবে, আর এটাকে ঘরের বাইরে নেওয়া যাবে। নিঃসন্দেহে বিতরণ ও ফাতিহার মূল হচ্ছে ইছালে সাওয়াব, আর রজবের কুন্ডা এটাও ইছালে সাওয়াবের একটি প্রকার এবং ইছালে সাওয়াব (অর্থাৎ সাওয়াব পৌছানো) কুরআনুল করীম ও হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। দোআর মাধ্যমেও ইছালে সাওয়াব হতে পারে এবং খাবার ইত্যাদি রান্না করে ফাতিহা দিয়ে ও হতে পারে।

সাহাবীরা সাত দিন পর্যন্ত ইছালে সাওয়াব করতেন

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাত দিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে খাবার খাওয়াতেন। (আল হাওয়ী লিল ফতোয়া লিস্ সূয়ুতী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

এক সাহাবী মা'র জন্য বাগান সদকা করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা সাদ বিন উবাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আম্মাজান ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন: **হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার অনুপস্থিতিতে আম্মাজানের ইন্তিকাল হয়ে যায়। আমি যদি তার পক্ষ থেকে কিছু সদ্‌কা করি তবে কি তার কাছে এটার কোন উপকার পৌছবে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। আরজ করলেন: তবে আমি **আপনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সাক্ষী রেখে বলছি; আমার বাগান তার পক্ষ থেকে সদ্‌কা করলাম।

(বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪১, হাদিস নং-২৭৬২)

জানা গেল, খাবার খাওয়ানো এবং বাগান তথা সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমেও ইছালে সাওয়াব করা জায়িয, আর কুন্ডা শরীফও আর্থিক ইছালে সাওয়াবের অন্তর্ভূক্ত। আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: মৃত মুসলমানদের নামে খাবার তৈরী করে ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে দান করা বৈধ ও পছন্দনীয় কাজ। আর এতে ফাতিহার মাধ্যমে ইছালে সাওয়াব করা খুবই পছন্দনীয় এবং উভয়টির সমন্বয় হওয়া আরো বেশী মঙ্গলজনক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৯৫)। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটা অধিক উত্তম হল, যে কোন ভাল কাজ করে, এটার সাওয়াব পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জীবিত ও মৃতদের (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত) সকল মুমিন নর-নারীদের উদ্দেশ্যে হদিয়া প্রেরণ করা (অর্থাৎ সাওয়াব প্রেরণ করা)। যার সাওয়াব সবার নিকট পৌছবে এবং যে ইছালে সাওয়াব করেছে, সে তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬১৭)। ইছালে সাওয়াব যেন ভাল নিয়্যতে করা হয়, তাতে যেন মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য না হয়। যেন এটির পারিশ্রমিক ও বিনিময় নেয়া না হয়। অন্যথায় সাওয়াব মিলবে না, ইছালে সাওয়াবও হবেনা। যখন সাওয়াব মিলবে না তখন তা পৌছবে কিভাবে! (বাহারে শরীয়াত থেকে সংকলিত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২০, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৪৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

যদি ২২ রজব ওফাতের দিন না হয় তবে?

কুমন্ত্রণা: শুনেছি ২২ রজব সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের দিন নয়। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৫ই রজব দুনিয়া থেকে ওফাত লাভ করেছেন। (শাওয়াহেদুন্ নবুওয়ত, পৃষ্ঠা-২৪৫)

কুমন্ত্রণার জবাব: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ২২ রজব তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের দিন না হলেও মুসলমানদের মধ্যে এই দিনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুন্ডা শরীফ প্রচলিত আছে। আর বছরের যেকোন সময়ে ইছালে সাওয়াব করা বৈধ। কুন্ডা শরীফকে না জায়িয বলা শরীয়াতের উপর অপবাদ দেওয়ার মত। কুন্ডা শরীফকে না জায়িয বলে আখ্যায়িতকারী ব্যক্তি ৭ম পারার সুরা মায়িদার ৮৭ নং আয়াতে বর্ণিত **আল্লাহ তাআলার** নির্দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যেমন- ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেসব পবিত্র বস্তুকে হারাম করোনা। যে গুলোকে **আল্লাহ** তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, আর সীমা অতিক্রম করোনা। নিশ্চয় **আল্লাহ** সীমাতিক্রম কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ
لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۸۷﴾

দিন নির্ধারণ করা

কুমন্ত্রণা: মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান, চল্লিশ দিনের অনুষ্ঠান, গেয়ারভী শরীফ, বারভী শরীফ এবং কুন্ডা ইত্যাদির নামে ইছালে সাওয়াবের দিন কেন নির্ধারণ করা হয়েছে?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

কুমন্ত্রণার জবাব: ইছালে সাওয়াবের জন্য কোন মুহূর্ত ও সময় নির্ধারণ করাতে শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অসুবিধা নেই। সময় নির্দিষ্ট করা দু'রকমের; (১) শরয়ীভাবে: শরীয়াত কোন কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন:- কুরবানী, হজ্জ ইত্যাদি। (২) প্রচলিতভাবে: শরীয়াতের পক্ষ থেকে সময় নির্দিষ্ট নেই, কিন্তু লোকেরা নিজের এবং অন্যান্যদের সুবিধা, স্মরণ করিয়ে দেয়া বা কোন যুক্তি সংগত কারণে কোন সময় নির্দিষ্ট করে নিল। যেমন: আজকাল মসজিদে নামায সমূহের জামাআতের জন্য সময় নির্ধারণ করা ইত্যাদি। যদিও পূর্বে জামাআতের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিলনা, যখন নামাযীরা একত্রিত হত, জামাআত নামাযের জন্য দাড়িয়ে যেত। বরং কিছু কাজের জন্য স্বয়ং আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সময় নির্ধারণ করেছেন। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযূর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ السَّلَام থেকে এরকম সময় নির্ধারণ করা প্রমাণ রয়েছে। যেমন-

(১) **হুযুর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ যুদ্ধের শহীদদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কবর যিয়ারতের জন্য বছরের শেষ সময়কে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

(দূররে মনছুর, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৪০)

(২) **ছরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **মসজিদে কুবাতে** শনিবারে তাশরীফ নিতেন। (মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা-৭২৪, হাদিস নং-১৩৯৯)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ধর্মীয় পরামর্শের জন্য সকাল ও সন্ধ্যার সময় নির্ধারণ করেন।

(বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৬)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ওয়াজ ও আলোচনার জন্য বৃহস্পতিবারকে নির্ধারণ করেন।

(বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২, হাদিস নং-৭০)

(৫) আর আলেমগণ পাঠ শুরু করার জন্য বুধবারকে নির্ধারণ করেছেন। (তালিমুল মুতাআল্লিম, পৃষ্ঠা-৭২)

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৮৫-৫৮৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আত্তারের চিঠি

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ সগে মদীনা মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী, রযবী عُفِیَ عَنۡہُ এর পক্ষ থেকে **সকল ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, মাদরাসাতুল মদীনা সমূহ ও জামিআতুল মদীনা সমূহের শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী, শিক্ষিকাবৃন্দ ও শিক্ষার্থীনীদের** সমীপে কাবা শরীফের আশ পাশ ঘুরে আসা মদীনা শরীফের সবুজ গম্বুজকে চুমে আসা **রজবুল মুরাজ্জব, শাবানুল মুআয্যম ও রমযানুল মোবারকের** রোজাদারদের বরকতে পরিপূর্ণ খুশীতে আন্দোলিত হওয়া সালাম।

اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَا تُهُ - اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِيۡنَ عَلٰى كُلِّ حَال

হো না হো আজ কুছ মেরা যিকর হুযুর মে হোয়া,
ওয়ারনা মেরি তরফ খোশি দেখকে মুসকোরায়ে কিঁউ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আরেকবার পুনরায় আনন্দের দিন আসছে, **রজবুল মুনাজ্জব** মাস আগমনের পথে। এ মোবারক মাসে ইবাদাতের বীজ বপন করা হয়, **শাবানুল মুআয্যমে** অনুশোচনার অশ্রু দ্বারা পানি সেচ দেয়া হয়, আর রমযানুল মোবারকে রহমতের ফসল কাটা হয়।

রজবের প্রথম তিনটি রোযার ফযীলত

রজবুল মুরাজ্জবকে সম্মানকারীগণ শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে এবং হালাল রোজগার যদি প্রতিবন্ধক না হয়, আর মা বাবাও যদি বারণ না করেন, তবে খুব শীঘ্রই ও খুব তাড়াতাড়ি ধারাবাহিকভাবে তিন মাস অথবা যারা যতটুকু সম্ভব হয় যেন ততটুকু রোযা রাখার জন্য কোমর বেধেঁ প্রস্তুত হন। সেহরী ও ইফতারে কম আহার করে **পেটের কুফলে মদীনা** লাগিয়ে নিন।

হায় যদি এমন হত! প্রতিটি ঘরে আর বিশেষ করে আমার সকল মাদরাসাতুল মদীনা ও সকল জামিআতুল মদীনায় যদি রোযার বাহার এসে যেত। সুতরাং প্রথম রজব শরীফ থেকেই রোযা রাখার সূচনা করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

রজবের প্রথম তিনটি রোযার ফযীলতের কথা কি বলব! হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত রয়েছে: **মদীনার তাজদার, নবীদের ছরদার, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"রজবের প্রথম দিনের রোযা তিন বছরের কাফ্ফারা, আর দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের এবং তৃতীয় দিনের রোযা এক বছরের কাফ্ফারা; অতঃপর প্রতি দিনের রোযা এক মাসের কাফ্ফারা স্বরূপ।"**

(আল জামিউস সগীর, পৃষ্ঠা-৩১১, হাদিস নং-৫০৫১। দালায়িলে শাহরে রজব, লিল হাল্লাল, পৃষ্ঠা-৭)

মে গুনাহ্গার গুনাহো কে সিওয়া কিয়া লাতা,
নেকিয়া হোতি হ্যায় ছরকার নেকোকার কে পাস।

নফল রোযা সমূহের কি যে মহান মর্যাদা রয়েছে, এ প্রসঙ্গে দুইটি হাদিস শরীফ দেখুন:

(১) ফিরিশতাগণ মাগফিরাতের দোআ করেন

হযরত সায়্যিদুনা উম্মে আম্মারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: **হুযুরে আনওয়ার, রাসুলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন আমি **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে খাবার পেশ করলাম, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমিও খাও।" আমি আরয করলাম: আমি রোযা রেখেছি। তখন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যতক্ষণ রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয়, ততক্ষণ ফিরিশতারা ঐ রোযাদারের মাগফিরাতের জন্য দোআ করতে থাকে।"

(আল ইহসান বতরতীবে ইবনে হাব্বান, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮১, হাদিস নং-৩৪২১)

(২) রোযাদারের হাড়গুলো কখন তাসবীহ্ পড়ে!

একদা হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, সে সময় **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাস্তা করছিলেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে বিলাল! নাস্তা করো।" হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি রোযাদার। তখন **উম্মতের সুপারিশ কারী, রহমতের নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি নিজের রুযী খাচ্ছি আর বিলালের রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হে বিলাল! তুমি কি জান, যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাড়গুলো তাসবীহ্ পড়তে থাকে, আর ফিরিশতারাও তার জন্য দোআ করতে থাকে।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯৭, হাদিস নং-৩৫৮৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এতে জানা গেল, যদি খাবার খাওয়ার সময় কেউ এসে পরে, তাকে খাওয়ার জন্য ডাকা সুন্নত, তবে যেন মন থেকে ডাকা হয়, মিথ্যা–বিনয় যেন না হয়, আর আগত ব্যক্তিও যেন এরূপ মিথ্যা না বলে যে, আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। বরং যদি খেতে না চান, তবে বলে দিন: **আল্লাহ তাআলা** বরকত দিন। এটাও জানা গেল, **নবী করীম, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে নিজের ইবাদত লুকানো উচিত নয়, বরং যেন প্রকাশ করে দেয়া হয়, যাতে **রহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটার সাক্ষী হয়ে যায়। এটা রিয়া নয়। হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর রোযার কথা শুনে, যা কিছু বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা এটা অর্থাৎ আজকের রুযী আমরাতো এখানে খেয়ে নিচ্ছি, আর হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সেটার বিনিময় জান্নাতে খাবেন। ঐ বিনিময় এ থেকে উত্তম হবে, আর হাদিসে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক স্পষ্ট অর্থে রয়েছে। সত্যিই যে সময় রোযাদারের প্রতিটি হাড় ও প্রতিটি জোড়া তাসবীহ্ করে, যা রোযাদার জানেনা, কিন্তু **ছরকারে মদীনা, নবী করীম, রউফুর রহীম, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **শুনেন**। (মিরাত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০২)

যদিও পূর্বে পাঠ করে থাকেন তবুও উভয় রিসালা (১) **"কাফন ফেরত"** রজবের বাহার সম্বলিত ও (২) **"প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর মাস"** নামক রিসালা পাঠ করে নিন। এ ছাড়া প্রতি বছর শাবানুল মুযআয্যমে ফয়যানে সুন্নতের প্রথম খন্ডের অধ্যায় ফয়যানে রমযানও অবশ্যই পড়ে নিন। যদি সম্ভব হয় তবে **ঈদে মিরাজুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক অনুসারে ১২৭ বা ২৭টি রিসালা অথবা সামর্থ অনুযায়ী **ফয়যানে রমযান**ও বন্টন করুন এবং অনেক অনেক সাওয়াব অর্জন করুন।

সাধারণভাবে সকল ইসলামী ভাই ও বিশেষভাবে জামিয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা সমূহের ক্বারী সাহেব বৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, নাযিমবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যথাভরা হৃদয়ে মাদানী অনুরোধ করছি, দয়াকরে আমি জীবিত থাকা অবস্থায় ও আমার ইন্তিকালের পরেও বেশী বেশী যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়া ও অন্যান্য দান ছদকা সংগ্রহ ও জমা করতে থাকুন। ইসলামী বোনেরা অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকে ও মুহরিমদের (অর্থাৎ- যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) উৎসাহ দিন। **আল্লাহ**র কসম! আমি ঐ সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে শুনে খুবই খুশী হই, যারা নিজেদের গ্রামে বা শহরে যাওয়ার ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে রমযানুল মোবারকে জামিআতুল মদীনাতে কাটান এবং নিজ মজলিশের জাদোয়াল (পথ নির্দেশিকা) অনুযায়ী চাঁদার বস্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ কোন অপারগতা ছাড়া শুধু অলসতা ও উদাসীনতা করে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাদের জন্য আমার মন কাদে।

বিশেষ মাদানী ফুল: যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন চাঁদা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাদের চাঁদার ব্যাপারে জরুরী আহকাম জানা ফরয। প্রত্যেকের খেদমতে আকুল আবেদন যে, যদি অধ্যায়ন করে থাকেন তারপরও **দাওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"চাঁদার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** এর পুনরায় অধ্যায়ন করুন।

হে আল্লাহ! যে সব আশিকানে রসুল রমযানুল মুবারকে চাঁদা ও কুরবানীর ঈদে চামড়ার জন্য কষ্ট করে আমার মন খুশি করেন, তুমি তাদের উপর চিরস্থায়ী ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং তাদের ছদকায় আমি পাপী গুনাহ্গার, গুনাহ্গারদের সর্দারের উপরও চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও। **হে আল্লাহ!** যে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন (অপারগতা না থাকা অবস্থায়) প্রতি বছর তিনমাস রোযা রাখা ও প্রতি বছর জুমাদিউল আখিরে **"কাফন ফেরত"** রিসালা ও রজবুল মুরজ্জবে **"প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর মাস"** ও শাবানুল মুআয্যমে **"ফয়যানে রমযান"** (সম্পূর্ণ) পাঠ করে বা শুনে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাকে ও আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সমূহ দান করুন এবং আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তোমার মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী করে রাখুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জশনে মিরাজুন্নবী ﷺ

দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে **রজবুল মুরজ্জবের** ২৭এর রাতে (২৬ তারিখ দিবাগত রাত) **জশনে মিরাজুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমায়ে যিক্র ও নাতের সকল ইসলামী ভাইয়েরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া ২৭রজব শরীফের রোযা রেখে ৬০ মাসের রোযা রাখার সাওয়াবের অধিকারী হোন।

রজব কি বাহারো কা ছদ্কা বানাদে,
হামে আশিকে মুস্তাফা ﷺ ইয়া ইলাহী!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

চোখের নিরাপত্তার জন্য মাদানীফুল

পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের পর ডান হাত কপালের উপর রেখে يَا نُوْرُ ১১বার এক নিঃশ্বাসে পাঠ করুন এবং উভয় হাতের সব আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে চোখের উপর বুলিয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্ধত্ব, দৃষ্টি ক্ষীণতা ও চোখের সকল রোগ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হবে। **আল্লাহ তাআলার** রহমতে অন্ধত্ব দূর হয়ে যেতে পারে।

মাদানী অনুরোধ: এ চিঠি প্রতি বছর জুমাদিউল আখিরের শেষ বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমা, জামিআতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা সমূহে পাঠ করে শুনিয়ে দিন।

(ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিন।)

والسَّلامُ مَع الاكرام

উন্নত দাঁতের মাজন

পরিমাণ মত খাবার-সোডা সে পরিমাণ লবণ মিশিয়ে বোতলে নিন। উন্নত দাঁতের মাজন তৈরি হয়ে গেল। দৈনিক কম পক্ষে দুই বার তা দিয়ে দাঁত মাজবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাথে সাথেই দাঁতের ময়লাগুলো সাফ হয়ে যেতে দেখবেন। যদি মুখে কিংবা মাড়িতে কোন রকম ইনফেকশন ইত্যাদি অনুভব করেন তাহলে পরিমাণ কম করে দেবেন। তাতেও যদি কষ্ট অনুভূত হয় তবে দাঁত পরিষ্কার করার অন্য কোন উপায় খুঁজবেন। যে কোন অবস্থাতেই দাঁত পরিষ্কার থাকতে হবে।

মাদানী উপহার : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতেই সুন্নত এবং শরীয়ত তা-ই পছন্দ করে।

বদ বো না দাহান মে হো, দাঁতো কি ছফাঈ হো
মেহ্কার দরূদো কি মুহ্ মে তেরে ভাঈ হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।
(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুর'আন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার **ফয়যানে মদীনা** জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নত প্রশিক্ষনের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন'আমাতে**র রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِن شآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِن شآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইন'আমাতে**র উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِن شآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net
Web : www.dawateislami.net